গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২৭.০২৩.২০-৪৭৮

তারিখ: ২৭ আশ্বিন ১৪২৭ / ১২ অক্টোবর ২০২০

বিষয়: কেন্দুয়া উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোফাজ্জল হোসেন ভূইয়ার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি ও তার ছত্রছায়ায় টিসিবি পণ্য আত্মসাৎসহ বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ।

সূত্র: জনৈক জনাব আব্দুর রউফ কর্তৃক অভিযোগ, তারিখ: ০৭/১০/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জনৈক জনাব আব্দুর রউফ, পিতা: মৃত আব্দুল রহমান, সাং-চন্দ্রগাতী, থানা: কেন্দুয়া, নেত্রকোণা কর্তৃক কেন্দুয়া উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোফাজ্জল হোসেন ভূইয়ার বিরুদ্ধে আনীত উপরোল্লিখিত অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে এবং তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলাসমূহের বর্তমান অগ্রগতির তথ্যসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য দাখিলকৃত অভিযোগটি নির্দেশক্রমে এতদ্সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

১২/১০/২০

(মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৭২৩০
e-mail: lgd.upazila2@gmail.com

জেলা প্রশাসক
নেত্রকোণা।

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):

১। বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ।
২। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, নেত্রকোণা।
৩। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা।
৫। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

উপজেলা-১/ উপজেলা-২ শাখা
ডাইরি নং....... তারিখ.......
অতিরিক্তসচিব (উপজেলা)

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিনিয়র সচিবের দপ্তর

১) অতিরিক্ত সচিব	১) প্রশাসন
২) মহাপরিচালক	২) উপজেলা অধিশাখা
৩) যুগ্ম-সচিব	৩) উন্নয়ন
৪) যুগ্ম-প্রধান	৪) নগর উন্নয়ন
	৫) পাস
	৬) আইন
ডাইরি নম্বরঃ.............	স্বাক্ষর

বরাবর,
সিনিয়র সচিব,
স্থানীয় সরকার বিভাগ।
স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সববায় মন্ত্রনালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ নেত্রকোনা জেলাধীন কেন্দুয়া উপজেলার ভাইস্ চেয়ারম্যান মোফাজ্জল হোসেন ভূইয়ার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া প্রসাশনিক জটিলতা সৃষ্টি ও তার ছত্রছায়ায় টিসিবি পন্য আত্মসাতের সহ বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

জনাব,

যথা বিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আব্দুর রউফ (৫৫) পিতা- মৃত আব্দুল রহমান সাং- চন্দ্রগাতী, থানা- কেন্দুয়া, জেলা- নেত্রকোণা, একজন এলাকার সাধারণ জনগন। আমি ভূক্তভোগী এই মর্মে অভিযোগ করিতেছি যে, কেন্দুয়া উপজলো ভাইস চেয়ারম্যান মোফাজ্জল হোসেন ভূইয়া, উপজেলা ভাইস্ চেয়ারম্যান হওয়ার পর থেকে দলীয় প্রভাব খাটিয়ে সে ও তার সাথে থাকা কিছু লোকজন দিয়ে একটি সন্ত্রাসী বাহিনী তৈরী করে ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া আসিতেছে। সে দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারী বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা প্রকল্প কাজ না করে আত্মসাৎ করে আসিতেছে। যার ফলক্রুতিতে ২০১৮ -২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ সনের তার নামে বা যৌথ নামে বরাদ্দকৃর্ত প্রকল্পের অনুসন্ধান করিলে সত্যতা পাওয়া যাবে।

সে সহ তার বাহিনীর সদস্যরা গত ৯/১০ মাস আগে রাতের অন্ধকারে সরকারী বরাদ্দকৃত সেলাই মেশিন, উপজেলা সাব এসিঃ ইঞ্জিনিয়ার শরিফুকে বল প্রয়োগ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে ৩০ টি সেলাই মেশিন জোড় করে নিয়ে যায়। এ বিষয়ে তদন্ত করিলে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।

গত ০২/০৪/২০২০ইং তারিখে কেন্দুয়া উপজেলা চত্তরে করোনা কালিন সময়ে সরকার খোলা ট্রাকে টিসিবি পন্য স্বল্পমূল্যে নির্দিষ্ট পরিমানে ক্রয় করতে এসে আমি দেখি উপজেলা ভাইস্ চেয়ারম্যান তার অফিসে বসে আছে। তার ড্রাইভার উজ্জল, বডিগার্ড আসাদুল সহ লুটেরা বাহিনীর ভয়ে সাধারণ জনগন টিসিবি পন্য ক্রয় করতে পারছে না। আমি টিসিবি পন্য ক্রয় করতে গেলে উপজেলা ভাইস্ চেয়ারম্যান ও তার লোকজন ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে আমাকে পন্য ক্রয়ে বাধা দেয়। পরবর্তীতে উপজেলা ভাইস্ চেয়ারম্যানের নিদের্শে তার ড্রাইভার উজ্জল ও বডিগার্ড আসাদুল,

উপজেলা-২ শাখা
ডায়েরী নং.................

ইমন, টিসিবির তেলে কাটুন টিসিবির গাড়িতে থেকে জোড় করে তিনটি সয়াবিনের (বিশ লিটার প্রতি কাটুন) কাটুন জোড় মূলে নিয়ে ভাইস্ চেয়ারম্যানের ব্যবহৃত সাদা প্রাইভেটকারে উঠায় এবং অপর তেলের কাটুন উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন রুমে লুকাইয়া রাখে। পরে সুযোগ বুঝে তারা তেলের কাটুন নিয়ে যায়। এই বিষয়টি আমি দেখে রাস্তায় প্রতিবাদ করিলে আমাকে ভাইস্ চেয়ারম্যান ও তার ড্রাইভার, বডিগার্ড আসাদুল প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এ সংক্রান্তে কেন্দুয়া থানায়া আমি একটি জিডি করি এবং আমি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কেন্দুয়া উপজেলা মহোদয় বরাবর, টিসিবি পন্য কিনতে না পাড়ায় অভিযোগ দায়ের করি। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসের স্মারক নং-০৫.৪৫.৭২৪৭.০০৯.০৩.০০৫.২০.৩৮৩ তাং ০৬/০৪/২০২০ইং মূলে বিষয়টি কেন্দুয়া থানায় তদন্ত করিতে নির্দেশ দেয়। কেন্দুয়া থানা পুলিশ তদন্ত করিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকার্তা কেন্দুয়া বরাবরে একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। যা কেন্দুয়া থানার স্মারক নং- ১০১৬ তাং ১০/০৪/২০২০ইং। কিন্তু অদ্যবধী উপজেলা ভাইস্ চেয়ারম্যান এর এই অপর্কমের কোনো প্রতিকার পেলাম না। বরং তাদের ভয়ে আমি পালিয়ে থাকি অন্য এলাকায়।

এছাড়া গত ০৯/০২/২০২০ ইং তারিখে এস এসসি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে উপজেলা ভাইস্ চেয়ারম্যান মোফাজ্জল হোসেন এর আত্মীয় তামিম নামের একজন কে দিয়ে উপজলো ভাইস্ চেয়ারম্যান ও তার ভাই এস আই খায়ের বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর নিকট থেকে উত্তর পত্র সরবরাহ করার চুক্তি নিয়ে মোটা অংকের টাকা নেয়। সে কারণে উত্তর পত্র সরবারহ করতে গিয়ে উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আল- ইমরান রুহুল ও পুলিশ যৌথ ভাবে অভিযান করে এসএসসি পারীক্ষার উত্তর পত্র সহ ঐ তামিম কে আটক করিয়া মোবাইল কোর্টে দুই বছরের সাজা দেয়। সেই সাজা প্রাপ্ত আসামীকে থানায় দেখতে গিয়ে এবং এই অপরাধ ঘটনায় মোফাজ্জলের নাম এবং তার ভাই এস আই খায়ের এর নাম যেন না বলে। সেই কারণে থানায় গিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভাব খাটিয়ে মহিলা পুলিশের গায়ে হাত, শীলতাহানী ও হুমকি দিয়ে থানা থেকে লোকজন নিয়ে চলে আসে। এই ঘটনার পরে ভাইস্ চেয়ারম্যানের নামে থানায় জিডি নং ৩৭৯ তাং ০৯/০২/২০২০ইং হয়। এ সংক্রান্তে জানতে পাই কেন্দুয়া থানার স্মারক নং- ৮৭৩ তাং ২৯/০২/২০২০ইং একটি প্রতিবেদন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর, ভাইস্ চেয়াম্যানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য থানা থেকে প্রতিবেদন দেওয়া হয়। এই বিষয়ে জিডি তদন্ত শেষে আদালতে তার বিরুদ্ধে কেন্দুয়া থানায় নন এফআই আর মামলা নং- ৮২ তাং ২৮/০৮/২০২০ইং দ্বারা ৩২৩/৩৫৪/৫০৬ পেনাল কোডের অভিযোগ পত্র দাখিল করা হয়েছে।

তাছাড়া উক্ত ভাইস্ চেয়ারম্যান এর অত্যাচার সাধারণ মানুষ অতিষ্ট। সে থানায় দালালী মাদক, জুয়া ও নারী দিয়ে হয়রানী মূলক কার্যক্রম সহ সকল প্রকার অসামাজিক ও অনৈতিক কাজের সাথে

জড়িত। এমনই শত শত ভোক্তভোগী আছে। তার মধ্যে পারভীন আক্তার (৪০) স্বামী- আব্দুল হেকিম। গ্রামঃ পাতাদিয়া, পোষ্টঃ গড়াডুবা, উপজেলাঃ কেন্দুয়া, নেত্রকোনা বিভিন্ন স্থানে অভিযোগ করায় ঐ মহিলাকে হুমকি দেয়।

উক্ত ভাইস্ চেয়ারম্যান ও তার ভাইয়েরা নিজেদের স্বার্থ হাসিলে জন্য রোজিনা নামক জৈনক এক মেয়েকে দিয়ে মিথ্যা ঘটনা সাজিয়ে অর্থ আদায় করতে না পেরে প্রিন্স কবির খান বাবু নামের একটি ছেলেকে মিথ্যা অভিযোগে ধর্ষক বানিয়ে কেন্দুয়া থানার ওসি সহ প্রসাশনের বিরুদ্ধে তাদের ফেইসবুক আইডি থেকে মিথ্যা মানহানীকর ও আপত্তিকর তথ্য প্রচার করায় উক্ত ভাইস্ চেয়ারম্যান সহ তার আত্মীয় স্বজনের আইডির নামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০০৮ এর ২৪ (২) ২৫ (২)/ ২৯ (২)/ ৩৫ (২) ধারায় কেন্দুয়া থানার মামলা নং- ২২ তাং- ০২/০৬/২০২০ ইং রুজু হয়। উক্ত মামলায় ভাইস্ চেয়ারম্যান মোফাজ্জল ৩নং এজাহার নামীয় আসামী। মামলাটি তদন্তাধীন আছে।একজন জনপ্রতিনিধী হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া এবং তার বিভিন্ন অনৈতিক কার্যকলাপে কেন্দুয়ার সাধারণ জনগন অতিষ্ঠ।

অতএব, উপরোক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া আমি সহ সাধারণ মানুষ যেন এই উপজেলা ভাইস্ চেয়ারম্যানের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আপনার একান্ত মর্জি হয়।

সংযুক্ত :

১. টিসিবির অভিযোগ ও তদন্ত রিপোর্টের ফটোকপি।
২. ভাইস্ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আদালতে প্রসিকিউশনের অভিযোগ পত্রের কপি।
৩. ভাইস্ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন রিপোর্ট।
৪. ডিজিটাল নিরাপত্তার আইনের মামলার কপি।

বিনীত

আঃ রউফ

মোবাঃ ০১৭১৭৩২১৫৫৮

তারিখঃ ০৭/১০/২০২০